মনোনয়ন জমা নিয়ে জেলায় জেলায় হিংসা উদ্বেগের

পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা নিয়ে ৮ জেলায় ফের যে হিংসার ছবি সোমবার ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের। মাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই পর্বে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সিউড়ি সহ বীরভূমের কয়েকটি এলাকা। পাশাপাশি তীব্র হিংসার ছবি উঠে এল মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। অভিযোগ, আধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে বিডিও অফিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। এদিকে আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সিউড়ির পরিস্থিতি। বিশেষ করে সিউড়িতে গুলি চলে। গুলিবিদ্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নির্বাচনে মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করেএই কাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। জেলায় জেলায় সে ঘটনা ঘটছে তা অনভিপ্রেত। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রাজ্যে এত কাণ্ডের পরও কোনও স্বাভাবিকতা ফেরানো গেল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে যে বেনজির সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে তা সারা দেশে বিস্ময়ের। বিশেষ কারণ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে অবিজেপি রাজ্যেও, এটা কাঙ্খিত নয়। বিষয়টি দেখা উচিত রাজ্য প্রশাসনের তা নাহলে রাজ্য সম্পর্কে নানা প্রচার হবে। ব্যাহত হবে উন্নয়নের কাজও।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

হয়। এই কথা বুঝি মহেন্দ্র বলেছেন। অবিদ্যার সংসার দাবানল তুল্য—তাই বুঝি ঠাকুর 'রাম! রাম!' বলিতেছেন।

মহেন্দ্র-- অন্যলোক তবু বিকারের রোগী, অজ্ঞান হয়ে যায়; মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-- দেখনা, টাকা থাকলেই বা কি হবে; জয়গোপাল সেন অত টাকা আছে কিন্তু দুঃখ করে, ছেলেরা তেমন মানে না।

মহেন্দ্র--সংসারে কি শুধু দারিদ্রেই দুঃখ? এদিকে ছয় রিপু; তারপর রোগ শোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ --আবার মানসম্ভ্রম। লোকমান্য হবার ইচ্ছা।

"আচ্ছা, আমার কি ভাব?"

মহেন্দ্র—ঘুম ভাঙ্গলে মানুষের যা,—যা হবার তাই। ঈশ্বরের সঙ্গে সদা যোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আমায় স্বপ্নে দেখ?

মহেন্দ্র—হাঁ, —অনেকবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ--কিরূপ? কিছু উপদেশ দিতে দেক?

মহেন্দ্র—চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদি দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ।

মহেন্দ্র অতঃপর স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মনোযোগ দিয়া সমস্ত শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি)—এ খুব ভাল! তুমি আর বিচার এনো না। তোমরা শাক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হবে বৈকি।

মহেন্দ্র—লোভ, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ--হাঁ,--তা বটে, তাহলে তোমার ছেলেদের কে দেখেবে?

"তোমার যদি অকর্তা জ্ঞান হয় তাহলে ছেলেদের উপায় কি হবে?"

মহেন্দ্র--শুনেছি, কর্তব্য থাকতে জ্ঞান হয় না। কর্তব্য মার্তণ্ড!

শ্রীরামকৃষ্ণ--এখন ঐভাবে থাক; তারপর যখন আপনি সেই কর্তব্যবোধ যাবে তখন আলাদা কথা।

সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র--কতক জ্ঞানের পর সংসার! সে সজ্ঞানে মৃত্যু—ওলাউঠা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাম ! রাম!

মৃত্যু সময় জ্ঞান থাকলে খুব যন্ত্রণাবোধ হয়; যেমন কলেরাতে

দিনপঞ্জিকা

১১ বৈশাখ, ভাঃ ৫ বৈশাখ, **২৫ এপ্রিল,** ১১ বহাগ, সংবৎ ১০ বৈশাখ সুদি, ৮ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮। **বুধবার,** দশমী দিবা ঘ ১১।২০ মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৪৩ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ঘ ৭।৩৫ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ১১।২০ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ১০।২৪ গতে বৃষ্টিবকরণ। **জন্মে**—সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ৩।৪৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**— দোষ নাই। **যোগিনী—উত্তরে,** দিবা ঘ ১১।২০ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি** ঘ ৮।২৪ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।১১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।২৪ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ৩।৪৩ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১০।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১১।২০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢান্ন দীক্ষা গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যছেদন। **বিবিধ**— দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১১।২০ মধ্যে চন্দ্রাদগ্ধা। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।২৮ মধ্যে **শ্রীশ্রীসীতানবমী ব্রতের পারণ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তিরোভাব দিবস।** (২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রীঃ)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৫।১৩ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১১ বৈশাখ, ভাঃ ৫ বৈশাখ, **২৫ এপ্রিল,** ৮ শাবান, ১১ বহাগ উঃ ৫।১২, অঃ ৫।৫৬, **বুধবার,** দশমী দি ঘ ১১।১৯ মিঃ, সেহরী শেষ ৩।৪৪, ইফ্‌তার ৬।০৫।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অভিযোগ নিষ্পত্তি : মেয়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

ভি. আমুথাভাল্লি
শেষ পর্ব

কর্মস্থলে মহিলাদের অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা

সামাজিক আইনগুলি সম্বন্ধে একটা পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। 'কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি (নিষিদ্ধকরণ, প্রতিরোধ এবং নিরসন) আইন, ২০১৩'-এর বিষয়ে পোস্টার তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলি মুদ্রিত করে সমস্ত জেলায় পাঠানো হয়েছে, যাতে সবার চোখে পড়ে এমন কোন জায়গায় সেগুলো টাঙানোও হয়েছে। মেট্রোরেল এবং এমটিসি-র বাসেও এই পোস্টারগুলো সাঁটা হয়েছে। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ নেওয়ার একটা অভিনব ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার, যার পোশাকি নাম -- SHe-Box (www.mwcdshebox.nic.in)।

কোনও মহিলা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করুন বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে, তিনি সরকারি ক্ষেত্রে কাজ করুন বা বেসরকারি ক্ষেত্রে, এই ইলেকট্রনিক বক্সের সুবিধা সবাই নিতে পারবেন তথা সেখানে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন। প্রত্যেক মহিলার জন্য এই একক জানালা অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সরকারের তরফে এক অভিনব উদ্যোগ। কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার যেকোনও মহিলা এই পোর্টলের মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন। SHe--box-এ অভিযোগ জমা পড়লে, সরাসরি সেই কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যার এবিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে।

সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্র, পরিবারে, সমাজে বা কর্মস্থলে হিংসার শিকার হয়েছেন এমন মহিলাদের সাহায্য করার লক্ষ্যে ভারত সরকার 'সুখী' নামক এক বিশেষ প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছে। এটি একটি ওয়ান স্টপ সেন্টার (OSC)। সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদের একই ছাতার তলায় এক সুসংহত (চিকিৎসা সংক্রান্ত, আইনি, পুলিশি সাহায্য) সহায়তা দেওয়াই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

নিপীড়িত মহিলাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ওয়ান স্পট সেন্টারের কর্মকর্তাদের করণীয় বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করা হচ্ছে। নিপীড়িত মহিলাদের সহায়তা দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, সুরক্ষা আধিকারিক, স্থানীয় পুলিশকর্মী, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থাগুলিকেও সচেতন করা হচ্ছে। ওয়ান স্টপ সেন্টারগুলিতে কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়েছে। নিপীড়িত যেসব মহিলা এই সেন্টারে নিজে থেকে এসেছেন বা কারও সূত্র ধরে এসেছেন, তাঁদের মানসিক ও সামাজিক সহায়তা দেওয়ার কাজ

শুরু করেছে এই সেন্টার।

সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া মহিলাদের হেল্পলাইনের সর্বজনীনকরণ বা ইউনিভার্সালাইজেশন অব উইমেন হেল্পলাইন প্রকল্পের সূত্রে একটি একক অভিন্ন নম্বরের মাধ্যমে দুর্দশায় পড়া মহিলাদের ২৪ ঘন্টা ধরে তাৎক্ষণিক ও আপৎকালীন পরিষেবা দেওয়ার সংস্থান করা হচ্ছে। হেল্পলাইনে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে হয় রেফার (যেমন, পুলিশ, ওয়ান স্টপ সেন্টার ও হাসপাতালের মধ্যে যোগসাধনের মাধ্যমে) করে দেওয়া হয়, নতুবা সংশ্লিষ্ট মহিলার জন্য কোন সরকারি প্রকল্প প্রযোজ্য, সেবিষয়ে তাঁদেরকে অবগত করানো হয়।

আরও বেশি করে তথ্য ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং দফতরের মধ্যে আরও উন্নত নলেজ ম্যানেজমেন্টের জন সহজে ব্যবহারযোগী অনলাইন এমআইএস রিপোর্টিং ব্যবস্থায় সুবিধা-সহ একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। দপ্তরের নানা প্রকল্প, আইনি বিষয় ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে ওয়েবসাইটটিকে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

অভিযোগ নিরসনের অন্যান্য ব্যবস্থা

তথ্যের অনলাইন অধিকার আইন। জনকল্যাণ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, জনসাধারণকে সেবিষয়ে অবগত করার জন্যই এই আইন। বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতেও সাহায্য করে এই আইন। জন অভিযোগ নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার ও বিভিন্ন পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এই কাজে কত সময় লাগতে পারে, অভিযোগের নিরসনের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, অভিযোগ জমা দেওয়ার নিয়মাবলী, অভিযোগ প্রমাণে কোনও তথ্য প্রমাণ লাগবে কি না, পরিষেবার মান, যিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন তাঁর অধিকার; তথা অভিযোগকারী, আবেদনকারী এবং পরিষেবা প্রদানের কাজে যে কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে কী কী আশা করা হচ্ছে, এসবই রয়েছে **নাগরিক সনদে (সিটিজেন্স চার্টার)**।

গ্রামের মানুষের অভিযোগ নিরসনের জন্য গ্রাম্য স্তরে **গ্রামসভার** বৈঠক আহ্বান করা হয়। মজবুত পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে।

নাবালক বিচার আইন (জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট)-এর মাধ্যমে শিশুদের হোমগুলির ওপর নজরদারি চালানো হয়। শিশুদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। শিশুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে কি না বা শিশুদের পাচার করা হচ্ছে কিন না ইত্যাদির ওপরও নজরদারি চালানো হয় ও তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ৪০ হাজারেরও বেশি মহিলার কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের মীমাংসা করেছে এই দপ্তর এবং বিভিন্ন রাজ্যে ৬ হাজারেরও বেশি বাল্য বিবাহের ঘটনা রুখে দিয়েছে।

কর্মরত মহিলাদের প্রভূত সাহায্য করেছে **হস্টেল আইন**। হস্টেলগুলিতে কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা-সহ খাদ্য ও বাসস্থানের মৌলিক সুযোগসুবিধাগুলি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পিতা, মাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য **প্রবীণ নাগরিক আইনের** আওতায় রাজস্ব বিভাগ স্তরে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে। সন্তানরা পিতা-মাতার দেখভাল না করলে তাদের কাছ থেকে ভরণপোষণের খরচ আদায় করতে সাহায্য করে এই ট্রাইবুন্যাল।

পরিশেষে

অভিযোগ নিরসনের যেকোনও ব্যবস্থায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটা মজবুত কাঠামো থাকা চাই। প্রাপ্ত ও নিরসন হওয়া অভিযোগের সংখ্যা, মীমাংসা হওয়ার ঘটনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো বিষয়গুলির পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রায়শই যেসমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় বা সরকারি দপ্তরগুলি বার বার যে ভুলগুলি করে, সেগুলির নথি তৈরি করে পর্যালোচনা করা উচিত। জন পরিষেবার প্রতি দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি।

সবশেষে একটা কথা বলা যায় যে, যেকোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হয়, তেমনই এই প্রতিষ্ঠানগুলি সুনাম তথা এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি জনগণের আস্থা দুই-ই বাড়ে। তাই অভিযোগগুলিকে উপকারী বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করে এই সমস্ত অভিযোগকে উন্নতির সোপান হিসাবেই দেখা দরকার।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবার উন্নতিতে অশেষ কাজে আসবে 'বিগ ডেটা'

চতুর্ভুজ বারিক, শ্রীকান্ত শর্মা
শেষ পর্ব

প্রাথমিকভাবে এখন এই বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পুরোনো পদ্ধতি এবং কর্মীদের অপারগতা বা অনীহার কারণে বহু সময়েই সঠিক তথ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হচ্ছে না। এই বাধা পেরোতে গেলে কতগুলি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে ঃ

১) তথ্য সংগ্রহ ২) তথ্য সংরক্ষণ ৩) তথ্য বিশ্লেষণ ৪) তথ্যের ব্যবহার।

সমস্ত বিষয়টি যথাযথ রূপায়ণের জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা জরুরি। প্রথম বর্গে থাকবে বর্তমান গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্কিত খবরাখবর। তার বিশ্লেষণ করতে হবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর, দ্বিতীয় ভাগে রাখতে হবে সম্ভাব্য গ্রাহকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী। তা কাজে লাগিয়ে ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকসংখ্যা বাড়াতে পারবে।

বর্তমান গ্রাহক

বর্তমান গ্রাহকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলি এই রকম ঃ

(ক) ব্যাঙ্কের শাখা, (খ) মোবাইল ফোনে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত অ্যাপের ব্যবহার, (গ) ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, (ঘ) এসএমএস এবং ই-মেল, (ঙ) ঋণযোগ্যতা এবং ঋণদান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা।

(ক) ব্যাঙ্কের শাখাসমূহ ঃ দেশের নানা প্রান্তে শাখা রয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের। তথ্যসংগ্রহে কর্মীদের সঠিকভাবে নিয়োজিত করলেই অনেক দূর কাজ এগোবে।

(খ) অ্যাপস ও ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ঃ এই সব বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পরিষেবা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও সুযোগসুবিধার খবরাখবর পৌঁছে দিলে তাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। কর সংক্রান্ত হিসেবনিকেশ, অর্থের সঞ্চয় ও ব্যবহারের বিষয়ে সহায়তা—এই সব নানা বিষয়ে গ্রাহকদের অবহিত করার মাধ্যমে মিলতে পারে বিবিধ তথ্য।

(গ) এসএমএস ও ই-মেল ঃ খুবই চালু পদ্ধতি। সরাসরি গ্রাহকদের কাছে SMS পাঠিয়ে নিজেদের পরিষেবার মান সম্পর্কে গ্রাহকদের মতামত জানতে পারে ব্যাঙ্কগুলি। পেতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য।

(ঘ) ঋণযোগ্যতার বিশ্লেষণে নিযুক্ত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা (Credit Rating Agencies) ঃ ঋণদানের ক্ষেত্রে এই সব সংস্থার সংগৃহীত তথ্য বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারে ব্যাঙ্ক। টাকা ধার দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে আগে থেকেই বিশদ তথ্য হাতে থাকলে নানান দিক থেকেই সুবিধা।

(ঙ) ঋণদান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা (Credit information Companies) ঃ এই সব সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে গ্রাহকদের ঠিকানা ও ফোন নম্বর বদল সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্য পাওয়া সম্ভব। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের বিষয়েও এই সব তথ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যেতে পারে।

(চ) তথ্য সংরক্ষণ ঃ এক্ষেত্রে তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে।

(ছ) তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যবহার ঃ যে তথ্য বিশ্লেষণ বা কাজে লাগানো সম্ভব নয় তার কোনও দামই নেই। এক্ষেত্রে যথাযথ নির্বাচন জরুরি। এর পর প্রাসঙ্গিক তথ্যের পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং ব্যবহারের বিষয়টি আসে।

তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণের পর প্রয়োগের কয়েকটি ক্ষেত্র

নির্বাচিত গ্রাহকদের রুচি অনুযায়ী উপহার, জন্মদিনের শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়ে আরও কাছে টানার চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনও ব্যাঙ্ক তার উন্নত পরিষেবার বিষয়ে অন্যদের সম্যকভাবে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অনুরোধ করতে পারে। আবার, পরিষেবার বিষয়ে কোনও গ্রাহকের অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়াও জরুরি। অসন্তোষের কথা জানাতে পারলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ক্ষোভও প্রশমিত হবে। এসব কিছুই ই-মেল বা সমজাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে হওয়া সম্ভব।

- ঋণযোগ্যতার সমীক্ষায় নিয়োজিত সংস্থাগুলি (Credit Rating Agency)-র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক নির্ভরযোগ্য ঋণগ্রহীতা বেছে নিতে পারে। গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ সব ক্ষেত্রেই নির্বাচিত সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে নিজের পরিষেবা এবং শর্তাবলী আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরে নিজের ব্যবসার প্রসারে উদ্যোগ নিতে পারে ব্যাঙ্কগুলি।
- ঋণদানসংক্রান্ত সংস্থা (Credit Bureau)-গুলির তথ্য যে কোনও ব্যাঙ্কের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে ক্ষেত্রভিত্তিক তথ্যও পাওয়া সম্ভব। ধরা যাক, ২৫ লক্ষ টাকার বেশি গৃহঋণ নিয়েছেন এমন গ্রাহকদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য দরকার। আবার, কোনও সময়ে হয়তো ক্রেডিট কার্ড বা গাড়ি ঋণ-এর গ্রহীতাদের সম্পর্কে তথ্য চাই কোনও ব্যাঙ্কের। এসব কাজে Credit Bureau পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর দিতে সক্ষম। গ্রাহকদের চাহিদা, মতিগতি সব কিছু সম্পর্কেই তারা বিশদে অবহিত করতে পারে ব্যাঙ্কগুলিকে। ঋণখেলাপের সমস্যা মোকাবিলাতেও এসব তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন গ্রাহক

নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করতে ব্যাঙ্কগুলির ওয়েবসাইট চমকপ্রদ ফল দিতে সক্ষম। ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য যেসব স্তর পেরনো বাধ্যতামূলক, সেখানেই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিজেদের পরিষেবার উল্লেখ করে রাখতে পারে। এজন্য আরও নানা সংস্থার সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে এগোনো যেতে পারে। www.fundoodata.com-এর মতো ওয়েবসাইট সামান্য মাশুলের বিনিময়ে তথ্য প্রদান করে থাকে। এসবের ব্যবহারে ব্যাঙ্কগুলি উদ্যোগী হতেই পারে।

শেষ কথা

অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো ব্যাঙ্কের শাখায় সশরীরে গ্রাহকদের আসা অনেক কমে যাবে। পরিষেবার ধরণধারণ আমূল পালটে যেতে দেরি নেই। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানো বেশ কঠিন। তাই পরিবর্তন পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে এখন থেকে চিন্তাভাবনা করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নিরন্তন প্রবহমান সুবিশাল তথ্যভাণ্ডারের বিরামহীন বিশ্লেষণ।

ব্যক্তি পরিচয়ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাপত্রের (identinomies) মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলা সময়ের চাহিদা।

—ঃ—

সম্পাদক সমীপেষু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ যুগের রবীন্দ্রনাথ—বাংলার গর্ব, বাঙালি জাতির গর্ব

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ যুগের রবীন্দ্রনাথ। কবিতা লেখা আর গৃহ-শিক্ষকতা করেই কেটেছে তাঁর যৌবনের প্রারম্ভতা। কবিতা, ছাড়া,উপন্যাস, নাটক, গান, গল্প, প্রবন্ধ লিখলেও তাঁর মূল পরিচয় ছিল—'কবি'। রবীন্দ্রমোহ থেকে বাংলা কবিতা ও বাংলা সাহিত্যকে বের করে আনার পথিকৃৎ ছিলেন সনাতন পাঠক। তাঁর একমাত্র স্বপ্নভূমি ছিল—'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। হয়ত ১৯৫২-৫৩ সালে শুভারম্ভ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার এবং প্রথম বাঙালি কবির নামানুসারে হয়ত পত্রিকার না 'কৃত্তিবাস'। 'কৃত্তিবাস'-এর জন্য তনি কি না করেন নি। 'কেউ কথা রাখে নি' কবিতা লিখে দেওয়ার জন্য যে প্রেসে 'কৃত্তিবাস' ছাপানো হতো সেই প্রেসের ঋণ মকুব হয়ে গিয়েছিল। একটা পত্রিকা একজন কবির জীবনে কত বড় ভূমিকা নিতে পারে তা তাঁর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু তাতেই বোঝা যায়। পশ্চিমবাংলার বাংলা ভাষায় দুর্গতির জন্য তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এ রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি স্তরে যেন বাংলা ভাষায় সম্মানজনক ব্যবহারের অধিকার/স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একজন প্রকৃত বাঙালি কবি হিসাবে বাংলা ভাষাকে কতটা ভালোবাসতেন, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর কতটা দায়িত্ব সে প্রমাণ তিনি 'বাংলা ভাষা' আন্দোলনের মাধমে করে গেছেন। এ রকম এক বাঙালি কবির জন্য আমরা গর্বিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার গর্ব, বাঙালি জাতির গর্ব। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

মুন্সি দরুদ
লাভপুর ঃ বীরভূম

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়